গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

রক নম্বর: ৩৪.০১.০০০০.০২৫.৪৪.০১৪.১৮.১০

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪
৩০ জুলাই ২০

ষয়: **উত্তম চর্চা (Best Practices) বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

: ৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৬.০১৯.১৮-২৮৩, তারিখ: ১৬-০৭-২০১৮ খ্রি.

র্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী প্রদত্ত রূপরেখা মোতাবেক এ অধিদপ্তরের উত্ত
া বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা সংযুক্তিতে দেয়া হলো। সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন এসঙ্গে
য়ায়ন করা হলো।

৩০-৭-২০১৮
আ.ন.আহম্মদ আলী
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

চিব
ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

শিরোনামঃ মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যুব ঋণের কিস্তি আদায়।

যে সমস্যার সমাধান করা হয়েছেঃ

প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। যুব ঋণের কিস্তি সাপ্তাহিক এবং মাসিক ভিত্তিতে আদায় করা হয়। প্রতিটি উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সর্বোচ্চ তিনজন ক্রেডিটসুপারভাইজার দ্বারা ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফলে প্রতিমাসে সকল ঋণীর বাড়িতে গিয়ে কিস্তি আদায় করা সম্ভব হয়না। সেক্ষেত্রে ঋণীদের উপজেলা অফিসে এসে ঋণের কিস্তি জমা দিতে হয়। উপজেলা পরিষদ হতে দূরবর্তী এলাকার যুবরা কিস্তি পরিশোধের এই সমস্যার কারণে ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। আবার অনেক সময় দূরত্বের কারণে উপজেলা অফিসই ঋণ প্রদানে নিরুৎসাহিত হয়। যুব ঋণের কিস্তি আদায়ে নিম্নবর্ণিত সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়-

ক. ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য উপজেলা অফিসে পৌঁছতে নগদ অর্থ পরিবহনের ঝুঁকি;
খ. যাতায়াত ব্যবস্থার সমস্যা, সময়ের অপচয় এবং যাতায়াত বাবদ অর্থ ব্যয়;
গ. কিস্তি গ্রহণকারী ব্যক্তিকেও সময়মত যথাস্থানে না পাওয়া;
ঘ. নগদ অর্থ গ্রহণ করা, ম্যানুয়ালী ব্যাংকে জমা ও তথ্য সংরক্ষণ;
ঙ. আত্মসাত বা হস্তমজুদ থাকার সম্ভবনা।

এ সকল সমস্যার সমাধানকল্পে যুবদের নিকট হতে ঋণের কিস্তি মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে আদায়ের উদ্যোগ নেয়া হয়। মূলতঃ ঋণ কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের সুযোগ বৃদ্ধি, আর্থিক সাশ্রয়, সময় ও যাতায়াত কমানো এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সর্বোপরি যুবদের একটি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য যুব ঋণের কিস্তি মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে আদায়ের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

যেভাবে সমস্যার সমাধান করা হয়েছেঃ

মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যুব ঋণের কিস্তি আদায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংক(যা বর্তমানে রকেট নামে অবিহিত)-এর মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার লাকসাম, সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া, ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর এবং গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় পাইলটিং করা হয়।

পাইলটিং কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ লেন-দেন করে এমন প্রতিষ্ঠান যেমন বিকাশ, ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংক, ইউ-ক্যাশ ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংক সারা দেশে বিস্তৃত (ব্যাংকের শাখা, এজেন্ট পয়েন্ট বিবেচনায়) এবং এ বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংককে কার্য সম্পাদনের পার্টনার হিসেবে নির্বাচন করা হয়। যে সকল উপজেলায় আত্মকর্মসংস্থান ও পরিবারভিত্তিক উভয় ঋণ কর্মসূচি রয়েছে সে ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাচন করা হয়।

মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যুব ঋণের কিস্তি আদায়ে সেবাগ্রহণকারী এবং সেবা প্রদানকারী উভয় প্রান্তেই যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের আবশ্যকতা রয়েছে। আর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে টেকনোলজি ব্যবহারে একটি ভীতি বা অনাগ্রহ রয়েছে। সেজন্য পাইলটিং শুরুর প্রাক্কালে প্রতিটি উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংক ও সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন তৈরি এবং সর্বোপরি উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় গন্যমান্য সকলকে অবগত করার জন্য একটি করে প্রচারণা সভা করা হয়। প্রতিটি ভেন্যুতে প্রচারণা সভা শেষে মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা আদান প্রদানের কৌশল উপস্থিত ঋণ পরিশোধকারী যুবদের মাধ্যমে অনুশীলন (Live Transaction) করা হয়।

মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যুব ঋণের কিস্তি আদায়ে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

ক) ঋণ গ্রহীতাকে মোবাইল ব্যাংকের একাউন্ট খুলতে হয়। (অন্যের একাউন্ট থেকেও কিস্তি পরিশোধের সুযোগ থাকলেও তা নিরুৎসাহিত করা হয়)

খ) মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধের জন্য একটি Biller ID (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এন্টারপ্রাইজ একাউন্ট) থাকতে হবে । যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দুই ধরণের ঋণ কার্যক্রমের জন্য দুইটি Biller ID রয়েছে, আত্মকর্মসংস্থান ঋণের Biller ID - 1209 , পরিবারভিত্তিক ঋণের Biller ID - 1210.

চলমান পাতা/২

গ) প্রতিটি ঋণীর বিল পরিশোধের জন্য ৯(নয়) ডিজিটের একটি বিল নম্বর থাকতে হয়। উপজেলার জিও কোড, ঋণের ধরণ এবং ঋণ নম্বরের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ঋণীর বিল নম্বর প্রস্তুত করা হয়। বিল নম্বর হলো মোবাইল ব্যাংকে টাকা পরিশোধের জন্য ঋণীর পরিচিতি।

ঘ) ঋণ পরিশোধ করতে হলে ঋণীকে তার নিকটস্থ এজেন্ট পয়েন্ট হতে নির্ধারিত পরিমান অর্থ ক্যাশ ইন করতে হয়। যুব ঋণীগণ ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংক হতে ফ্রি ক্যাশ-ইন সুবিধা পেয়ে থাকে।

ঙ) প্রতিটি কিস্তি পরিশোধের জন্য ঋণীকে টোলচার্জ হিসাবে মাত্র ১২/- টাকা পরিশোধ করতে হয় (যে কোন পরিমান টাকার ক্ষেত্রে) যা ঋণীর যুবঋণের কিস্তির অতিরিক্ত।

চ) সঠিক বিলার আইডি এবং বিল নম্বর ব্যবহার করে মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুকূলে কিস্তির অর্থ প্রেরণ করলে ঋণ গ্রহীতা তার মোবাইলে অর্থ প্রেরণের নিশ্চিতকরণ মেসেজ পাবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা মোবাইল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত পোর্টালে অর্থ প্রাপ্তির তথ্য দেখতে পাবেন এবং প্রয়োজনে স্টেটমেন্ট আকারে তা সংরক্ষণ ও প্রিন্ট নিতে পারবেন।

<u>ফলাফলঃ</u>

পাইলটিং কার্যক্রমের শুরুতে ঋণ গ্রহীতাদের টেকনোলজি ব্যবহারের ভীতি, কিস্তি পরিশোধের চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ১২/- টাকায় ব্যয় প্রভৃতি কারণে মোবাইল ব্যাংক ব্যবহার করে কিস্তি পরিশোধে আগ্রহ কম থাকলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন সভা, যুব সমাবেশ, প্রশিক্ষণ সেশনে মোবাইল ব্যাংক ব্যবহারের সুফল বিষয়ে প্রচারণার ফলে যুবগণ মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহারে আগ্রহী হন এবং পাইলটিং চারটি উপজেলায় সফলভাবে মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তি প্রদান বাস্তবায়িত হয়।

মোবাইল ব্যাংকের সাহায্যে যুবঋণের কিস্তি আদায় কার্যক্রমের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা এবং সেবা প্রদানকারীগণ যে সুবিধা ভোগ করছেন তা নিম্নরূপঃ

ক. ঋণের কিস্তি পরিশোধে উপজেলা অফিসে পৌছতে নগদ অর্থ পরিবহনের ঝুঁকি রোধ হয়েছে, ঋণী নিজ বাড়ি বা এলাকা থেকে সরাসরি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে একাউন্টে টাকা পাঠাতে পারছে;

খ. যাতায়াতের প্রয়োজন হচ্ছে না;

গ. ঋণ পরিশোধ করতে ঋণীকে কখনও কখনো পুরোদিন ব্যয় করতে হতো এখন তার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

ঘ. যাতায়াত এবং সারাদিন অবস্থানের প্রেক্ষিতে অন্যান্য খরচ বাবদ যে অর্থ ব্যয় হতো এখন তা আর হয় না;

ঙ. কিস্তি গ্রহণকারী ব্যক্তিকে যথাস্থানে পাওয়া না পাওয়ার কোন শংকা নেই কারণ সরাসরি ইলেট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একাউন্টে সরাসরি টাকা পৌছে যায়;

চ. নগদ অর্থ গ্রহণের ঝামেলা নেই, ম্যানুয়ালী ব্যাংকে জমা ও তথ্য সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না। কারণ ব্যাংকে ঋণীর নিকট হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একাউন্টে টাকা জমা হয় এবং যে কোন সময় সিস্টেম জেনারেটেড স্টেটমেন্ট পাওয়া যায়;

ছ. মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তি আদায় কার্যক্রমে নগদ অর্থ আদান-প্রদানের কোন সুযোগ নেই তাই অর্থ হস্তমজুদ বা আত্মসাতের সুযোগ নেই। কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে এবং ঋণীদের আত্ম বিশ্বাস বেড়েছে।

জ. মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তি আদায় কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবদের একটি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে পরিচিত এবং সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই মোবাইল ব্যাংক ব্যবহার করে তারা টাকা পাঠানো, সন্তানের স্কুল/কলেজের ফি জমা, ইউটিলিটি বিল জমাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলছে।

ঝ. পাইলটিং উপজেলায় মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যুব ঋণের কিস্তি আদায়ের সফলতার প্রেক্ষিতে সারাদেশের সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তি আদায়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে যুবদের সম্পৃক্তিকরণ এবং সেবাপ্রদানকারী সংশ্লিষ্ট উপজেলার জনবলের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে একযোগে সকল উপজেলায় শুরু করা সম্ভব হয়নি তবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে নিম্নেবর্ণিত উপজেলাগুলোতে মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তি আদায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে-

চলমান পাতা/৩

নং	জেলা	উপজেলা	কর্মসচি আরম্ভের সময়	মোবাইল ব্যাংকে ব্যবহারকারীর যুব ঋণীর সংখ্যা
১.	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, আক্কেলপুর, পাঁচবিবি, ক্ষেতলাল, কালাই।	২০১৬-১৭	৫১৯
২.	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, কলারোয়া, শ্যামনগর, তালা, কালিগঞ্জ, দেবহাট্টা, আশাশুনি।	২০১৬-১৭	১২০০
৩.	ফেনী	ফেনী সদর, পরশুরাম, সোনাগাজী, ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া, দাগনভূইয়া।	২০১৬-১৭	৩৭৫
৪.	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, বাউফল, দশমিনা, কলাপাড়া, মির্জাগঞ্জ, দুমকী, রাঙ্গাবালী, গলাচিপা।	২০১৭-১৮	৬৮১
৫.	শেরপুর	শেরপুর সদর, নকলা, ঝিনাইগাতি, নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দী।	২০১৭-১৮	৪২৫
৬.	বগুড়া	বগুড়া সদর, কাহালু, সোনাতোলা, শিবগঞ্জ, ধুনট, নন্দীগ্রাম, আদমদিঘি, দুপচাচিয়া, সাপাহার, সারিয়াকান্দি, গাবতলী।	২০১৭-১৮	৬৫৫
৭.	কুমিল্লা	লাকসাম, লাঙ্গলকোট, হোমনা, বুড়িচং, দাউদকান্দি, মেঘনা, চান্দিনা, চৌদ্দগ্রাম, ব্রাহ্মনপাড়া, বরুড়া, আদর্শ সদর, দেবীদ্বার, মুরাদনগর, তিতাস, সদর দক্ষিন, মনোহরগঞ্জ, লালমাই।	২০১৭-১৮	৮৬০
৮.	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, মোল্লারহাট, ফকিরহাট, চিতলমারী, রামপাল, মোংলা, শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ, কচুয়া।	২০১৭-১৮	২৭২

চলতি অর্থবছরে আরো আটটি জেলার(ঢাকা, নোয়াখালী, ঝিনাইদহ, সিলেট, জামালপুর, নওগাঁ, নীলফামারী ও বরিশাল) সকল উপজেলায় মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যুব ঋণের কিস্তি আদায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পরবর্তিতে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

<u>মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যুব ঋণের কিস্তি আদায় পাইলটিংকালীন কিছু আলোকচিত্র</u>

সাতক্ষীরা জেলা মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রচারণা সভা

বগুড়া জেলা মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রচারণা সভা

মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধের কৌশল বিষয়ে ঋণীদের প্রশিক্ষণ ও মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে (Live Transaction)

মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধের কৌশল বিষয়ে ঋণীদের প্রশিক্ষণ ও মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে (Live Transaction)

প্রচারণা সভায় উপস্থিত সেবা প্রত্যাশি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের একাংশ	মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যুব ঋণের কিস্তি পরিশোধকারী একজন ঋণ গ্রহীতা তার অনুভূতি ব্যক্ত করছেন